দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB 16 2000 ... পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

24

পর্যালোচনা

শিক্ষার অর্থ অর্থের শিক্ষা

গাউসুর রহমান

পূর্ণ আহার ও শ্রমপুষ্ট স্বাস্থ্য চাই আমাদের। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আহারের অভাব মেটাতে গিয়ে আরও বহু অভাবের সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে করে শান্তি নষ্ট হচ্ছে। ক্রমাগত এই অভাব নিবারণ করতে গিয়ে আমরা উপায় খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি। আর বাজে কাজে গলা ছেড়ে গালি দিয়ে বেড়াতে গিয়ে অর্থ ও শক্তির অপচয় করছি। অথচ শিক্ষা ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আমরা যদি এই অর্থ ও শক্তি কাজে লাগাতে পারতাম, তাহলে আমরা হতাম ব্যক্তিত্বপুষ্ট এবং আমাদের আর্থিক উন্নতি হত ত্বরান্বিত। আজ সময় এসেছে সকল প্রচেষ্টা, সকল শক্তি উল্লেখিত এ কাজে নিযুক্ত করার। আমাদের শপথ হোক– চোখ খুলে চেয়ে দেখব সবকিছু। চোখ বুজে কোন কিছুই মেনে চলব না। ভক্তি নয়, জ্ঞানই হোক আমাদের পথ চলার বাহন। মানুষ ও জগতের চর্চা হোক 'Rationalism'-এর ওপর ভিত্তি করে। আর একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দেহের ক্ষুধা যখন প্রখর, তখন আত্মার ক্ষুধা জাগ্রত হয় না। আত্মার মুক্তির আগে চাই দেহের মুক্তি। পাশাপাশি এটিও সত্য যে, পেটের ক্ষুধাই মানুষকে চলিষ্ণু করে। পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য চাই দারিদ্র্য বিমোচন। অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে ও বিনিয়োগ করেও আমরা দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারছি না, দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারছি না। কারণ রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রকৃতি ও অবস্থা আমাদের দেশে অনেকাংশেই প্রতিকূলে। আমাদের দেশে পরিবেশ, সামাজিক কাঠামো ও সম্পদের পরিমাপ ও উপার্জনের ব্যবধান হেতু উন্নয়নের রূপটিও উজ্জ্বল হয় না।

আমাদের দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগ্যতার অভাব যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার অভাব। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমরা অনেকাংশেই উন্নত দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। অন্যদিকে, আমাদের দেশে বিভিন্ন সেক্টরে সম্পদের অসম বন্টন ব্যবস্থা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকাংশে বাধার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, সমাজের মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা এবং সামাজিক সমতা রক্ষার জন্য তেমন কোন প্রচেষ্টা নেই আমাদের দেশে। 'রিজিড অব স্ট্রাকচার' থাকায় শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীর আয় বাড়িয়ে অথবা জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত না করে শুধু সার্টিফিকেট তেমন কোন রিটার্ন দিচ্ছে না আমাদের। বিভিন্ন ধরন ও সংখ্যার শিক্ষার ওপর নির্ভর করছে শিক্ষায় সামাজিক ও ব্যক্তিগত লাভ। আমাদের দেশে 'Opportunity cost' নেই বললেই চলে। 'Social opportunity cost' যদি শূন্য হয়, তখন কর্মে নিয়োগের নীতিও থাকে না। পদের সংখ্যা ও ধরনেরও তেমন কোন পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকে না। আমাদের দেশে শ্রম বাজারের উন্নয়ন জনসংখ্যা উন্নয়নের অনেক পিছনে পড়ে থাকছে। আস্তে আস্তে এই দূরত্ব বেড়েই চলেছে। শিক্ষা সমাপ্তির পর আমাদের জনশক্তির চাকরিকালীন সময় কমে যাচ্ছে এবং এর ফলে উপার্জনের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। শিক্ষা কাজের সন্ধান দিতে পারে– এটি পুরোপুরি আজ আর সত্য নয়। শিক্ষাবৃদ্ধি বেকারত্ব কমাতে যে অক্ষম– এটি আজ প্রমাণিত। শিক্ষা চাকরি দিতে পারে তখনই, যখন শিক্ষা সেক্টরে চাকরি বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়। দেশের উন্নয়নে শিক্ষা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, তা জানতে হলে শিক্ষার লাভ বা উপযোগিতার আলোকে জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা, তাদের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তির পরিমাপ, চাকরির ওপর নির্ভরশীলতা, মানুষের মানবিক দক্ষতা ইত্যাদি বিষয় জানা দরকার। শিক্ষার মান ও পরিমাপের সাথে দেশের জনপ্রতি আয়ের একটা সরল সম্পর্ক রয়েছে।

আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়লেও তেমন কোন উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। শিক্ষাখাতে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অধিক জনশক্তি উৎপাদন করে অর্থনৈতিক লাভের চেয়ে অন্যান্য বিষয়ের উন্নয়ন অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য অর্থ খাটানো বেশ ফলদায়ক হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য বিষয়ের ওপর অর্থ খাটানো বেশ জরুরী হয়ে পড়ে। নির্ধারিত একটি সীমা অতিক্রমের পর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করলেই উন্নয়ন আশান্বিত হয় না। শিক্ষানীতিকে সমাজের স্থিতিশীল সামগ্রিক, আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে আলাদাভাবে চিন্তা করা যায় না। শিক্ষার কোন পরিবর্তন বা সংস্কার করতে হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকসমূহ অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিক বিশৃংখলা থাকলে, ড্রপ আউট ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পেলে সমাজের স্থিতিশীলতা যেমন নষ্ট হয়, তেমনি উন্নয়নও হয় ব্যাহত। আমাদের দেশে শিক্ষাকে আমরা জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করার কাজে জড়িত করতে পারছি না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা শিক্ষিত লোকের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সঙ্গতি রাখতে পারছি না। এভাবে শিক্ষা এখন সার্টিফিকেটসর্বস্ব যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে জোর না দিয়ে সমন্বিত বিষয়ভিত্তিক পাঠদান প্রক্রিয়ার ওপর বেশী জোর দেয়া হচ্ছে। আর তাই শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ প্রেষণা ও অভিপ্রায় তার ভবিষ্যৎ জীবনে তেমন কোন কৃতিত্ব বয়ে আনতে পারছে না। সঙ্গত কারণেই কর্মসংস্থান সমস্যার প্রকৃতি, ধরন এবং এর গভীরতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। সেই সাথে সমস্যা দূর করার পন্থাও জরুরী। ব্যাপক কর্মসংস্থান লাভের কৌশল নির্ণয়ের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

যে শিক্ষা মানুষের মুক্ত আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে, স্বাধীনতা চিন্তা শক্তির বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে, উপযুক্ত জনশক্তি তৈরী করে না, জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত করে– এমন শিক্ষা চাই না। শিক্ষার মধ্যদিয়ে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ চাই, চাই মানব সম্পদের উন্নয়ন।